‘বিষ’ চাষের প্রস্তুতি মহাসমারোহে

নিল রঙের নেট দিয়ে একটি জমিকে ঘিরে তার মধ্যে ছোট ছোট বীজতলা, বীজতলার পাশে বিভিন্ন ধরণের সবজি ও ফুলের গাছ ।

সামনের দিকে প্রবেশের জন্য সুন্দর একটি ফটক। দুর থেকে একটি সুন্দর আয়োজন মনে হলেও ভয়ঙ্কর অসুন্দর আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে বিষ চাষ অর্থাৎ তামাকের চারা উৎপাদনের জন্য। পুরো জেলা জুড়ে এ চিত্র প্রায় শতাধিক।

মেহেরপুর শহর ছেড়ে কাথুলী সড়কের বিভিন্ন স্থানসহ জেলার বিভিন্ন স্থানে এমন ভয়ঙ্কর প্রস্তুতি মহাসমারোহে চলছে তামাকের চারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায়। এ সড়কের মোনাহারপুর কবরস্থান থেকে কুলবাড়িয়া ইটভাটা মাত্র আধা কিলোমিটারের মধ্যেই এ ধরণের বীজতলা তৈরি করা হয়েছে ৬টি। এর মধ্যে বৃটিশ আমেরিকান টোব্যকোর (বিএটি) ৩টি, আবুল খায়ের গ্রুপের ২টি এবং জাপান টোব্যকো ইন্ডাস্ট্রিজের ১টি। তামাক কোম্পানীগুলোর লোভনীয় ফাঁদে পড়ে সাধারণ কৃষকরাই ঝুঁকছেন এ বিষ চাষে। এক মাস ১০ দিনের এ বীজতলা থেকে চারা উৎপাদনের পর সেগুলো হাজার হাজার বিঘা জমিতে চাষ করা হবে। চোখের সামনে ভয়ঙ্কর এ আয়োজন যেন চলছে বছরের পর বছর।

মেহেরপুর জেলায় গত বছর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তামাক চাষ হয়েছে ৯৭৫ হেক্টর অর্থাৎ ৭ হাজার ৩১২ বিঘা জমিতে। তামাকের আবাদ এবছর আরও সম্প্রসারণ করতে ইতিমধ্যে তামাকের চারা উৎপাদনের জন্য এ বীজতলাগুলো তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।
তামাকের এ আগ্রাসনের ফলে সবজি উৎপাদনের জেলায় প্রতিনিয়ত সবজি উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। তামাক চাষের ফলে আবাদি জমির উর্বরতা শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে। তামাক উৎপাদনের সাথে জড়িত নারী-শিশুসহ বয়স্ক মানুষজন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এ জেলার ঘরে ঘরে ফুসফুস, শ্বাসকষ্টসহ ক্যান্সারের মত মরণব্যাধি দেখা দেবে। এত কিছু জানার পরও তামাক কোম্পানীর গুলোর লোভনীয় ফাঁদে পড়ে কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা পেতে সাধারণ কৃষকরা তামাক আবাদে ঝুঁকে সবজি উৎপাদনের জমিগুলোর উর্বরতা নষ্ট করছেন।

জেলায় কয়েকটি তামাক ক্রয়ের কোম্পানি আছে। এগুলোর মধ্যে বৃটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো, জাপান টোব্যাকো, আবুল খায়ের টোব্যাকো কৃষকদের বিভিন্নভাবে প্রণোদনা দিয়ে থাকে। এই কোম্পানিগুলোর এলাকাভিত্তিক নিজস্ব তামাক চাষীদের তালিকা আছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি কোম্পানির আলাদাভাবে তালিকা থাকে। সেই তালিকা ধরে প্রণোদনা হিসেবে বিনামূল্যে বীজ, ঋণ হিসেবে বাজারদরে সার, কীটনাশক (যা তামাক ক্রয়ের পরে মূল্যের সঙ্গে পরবর্তীতে সমন্বয় করা হয়) এবং নগদ টাকাও ঋণ দেয়। এগুলো দিয়েই শেষ না বীজতলা থেকে যাতে কাঙ্খিত চারা উৎপাদন হয় এবং চাষ করা হয় সে পর্যন্ত তদারকি করে থাকের কোম্পানীর প্রতিনিধিরা।

গতকাল রবিবার সকালে মেহেরপুর-কাথুলী সড়কের মোনাহারপুর মাঠে বিএটির তত্ত্বাবধানে একটি বীজতলার তৈরির কাজ করছিলেন কয়েকজন কৃষক। তাাঁদের সাথে কথা বলা জানা গেছে, ৮ থেকে ১০ জন কৃষক মিলে এক বিঘার একটি বীজতলা তৈরি করেছেন। যা থেকে যে চারা উৎপাদন হবে তা প্রায় দেড়শ বিঘা জমির তামাক আবাদ করা যাবে।

বীজতলার মালিক মো: হিরো বলেন, তাঁদের এ বীজতলাটি তৈরি করতে প্রায় এক লাখ টাকা খরচ হয়েছে। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে তারপর অন্য কৃষকদের কাছে চারা বিক্রি করবেন। বীজতলা তৈরির জন্য বিএটি থেকে নেট, বীজ ও কীটনাশক দিয়েছেন ঋণ হিসেবে পরে তামাক বিক্রয়ের সময়ে সেখান থেকে টাকা কেটে নেই।

হিরো আরও বলেন, তামাক চাষ করে খুব বেশি লাভ হয় না। তবু তামাক কোম্পানীগুলোর পিড়াপিড়াতে করতে হয়।

কথা হয় তামাক চাষী উজুলপুর গ্রামের আবু হানিফের সাথে। তিনি বলেন, আমার সাড়ে তিন একর জমির চাষ করার কার্ড রয়েছে। গত বছর ১০ বিঘা জমিতে চাষ করেছি। ভালো লাভ হয়নি। চাষিদের লজ্জা নেই, তাই লস হলেও করি। এবার কতবিঘা চাষ করবো এখনো বলা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, কোম্পানীর কার্ড থাকায় তামাক বিক্রি করে টাকা পেতে সমস্যা হয়না বলে আবু হানিফ জানান।

একই গ্রামের মঈনদ্দিন নামের আরেক কৃষক বলেন, তামাক চাষ করলে ক্ষতি হয়। তামাক জ্বালানোর সময় শরীর জ্বরে, চুলকায় এবং শ্বাষকষ্ট হয়। গত বছর দুই বিঘা তামাকের চাষ করলেও এ বছর না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এচাষে শরীরের ক্ষতি ছাড়াও জমিরও অনেক ক্ষতি হয়।

মিনারুল ইসলাম নামের আরেক কৃষক বলেন, এক বিঘা তামাক চাষ করতে ৭/৮ বস্তা সার লাগে। বেশি লাগে ড্যাপ (ডিএপি) সার। তামাক কোম্পানী থেকে শুধু এসওপি সার দেয় বাকি সার বাজার থেকেই কিনতে হয়।

বীজতলা পরিচর্যার দেখভাল করছিলেন বৃটিশ আমেরিকান টোব্যকো বিএটির লিফ ম্যানেজার তানভির হোসেন, মেহেরপুরে মোট কতটি বীজতলা করা হয়েছে এবং কি পরিমাণ জমিতে তামাক চাষ করার লক্ষ্যমাত্রা আছে তা তিনি জানাতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, জার্মিনেশনের উপর ভিত্তি করে তামাক চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বীজগুলো যাতে ভালোভাবে জার্মিনেশন হয়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সূত্র মতে, মেহেরপুর জেলায় ৯৭৫ হেক্টর জমিতে গত বছর তামাকের চাষ হয়েছে। জেলায় মোট আবাদি জমি রয়েছে ৫৮ হাজার ৫০৭ হেক্টর।

কৃষি অফিসের তথ্য মতে প্রতি বিঘা জমিতে জমিতে তামাক চাষ করতে ৪০ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি ডিএপি, ৫০ কেজি এসওপি, ১ কেজি দস্তা ও আধা কেজি বোরণ প্রয়োজন হয়।

কিন্তু কৃষকদের তথ্যমতে প্রতিবিঘা জমিতে ৭/৮ বস্তা সার লাগে। বেশি লাগে ডিএপি সার। তামাক চাষ করার জন্য তামাক কোম্পানীগুলো শুধুমাত্র এসওপি সার সরবরাহ করে। বাকি সারগুলো সাধারণ খুচরা সার ডিলার ও সার ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে সংগ্রহ করেন চাষীরা। কৃষি বিভাগ থেকে তামাকের জন্য কোন সার বরাদ্দ না থাকলেও কৃষকরা বিভিন্ন ফসলের নাম করে তামাকের সার সংগ্রহ করেন। যার ফলে প্রতিবছর তামাক মৌসুম শুরু হওয়ার আগে সারের কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি হয়।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক জেসমিন ফেরদৌস বলেন, তামাকচাষে নিরুৎসাহীত করতে কৃষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ, উঠান বৈঠক ও লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। তামাকে বিপরীতে পেঁপের চাষ করতে উদ্ধুদ্ধ করা হয়েছে। আশা করছি গতবছরের তুলনায় এবছর কিছু হলেও তামাকের চাষ কমবে।

সার সঙ্কটের বিষয়ে তিনি বলেন, চাষীরা প্রয়োজনের তুলনায় জমিতে অধিক সার ব্যবহার করেন। তাঁরা মনে করেন বেশি সার ব্যবহার করলে ফলন ভালো হয়। তবে আমরা এবছর অতিরিক্ত সারের চাহিদা পাঠিয়েছি।

মেহেরপুরে সবজির দাম নিম্নমুখী, স্বস্তিতে ক্রেতারা

মেহেরপুরে সবজির উচ্চমূল্যে বিপাকে পড়া ক্রেতারা এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। গত দুই এক সাপ্তাহ সবজি ও মুরগির দাম স্থিতিশীল এবং নিম্নমুখী ও। স্বস্তিতে রয়েছেন ক্রেতারা।

বাজারে সবজির ও মুরগির দামে স্থিতিশীল রয়েছে। তবে মাছের দাম একটু বাড়তি।

মেহেরপুর পাইকারি ও খুচরা বাজারে ঠিক মতো সরবরাহ থাকায় বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম স্থিতিশীল আছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

পাইকারি বাজারে আলু, পেয়াজ ও রসুন ১৫, ৬৫ ও ৭০ টাকায় স্থিতিশীল। তবে কাঁচামরিচের দাম আবারও নিম্নমুখী। গত সাপ্তাহের থেকে ২০ টাকা কমে ৯০ টাকা বিক্রি হচ্ছে।

ঢেঁড়স, বেগুন, পটল অপরিবর্তিত থেকে ৪০, ৭০, ৫০ টাকা। শশা ৩৫ থেকে বেড়ে ৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। মূলায় ১০ টাকা কমে ২০ টাকা। শাক, পেঁপে,ঝিঞা ও ধন্দল কেজিপ্রতি ৩০,১৫, ৪০ ও ২৫ টাকায় স্থিতিশীল। গজর ও টমেটো ১২০ টাকা, ১১৬ টাকা স্থিতিশীল।

খুচরা বাজারে আলু, পেয়াজ রসুন, ২০, ৭০,১০০ টাকায় অপরিবর্তিত। আবারও কাঁচামরিচের দাম কমেছে, গত সপ্তাহের চেয়ে ২০ টাকা কমে ১২০ টাকা বিক্রি হচ্ছে।

ঢেঁড়স, বেগুনে অপরিবর্তিত থেকে ৫০, ৮০ টাকা। শাক অপরিবর্তিত থেকে ৪০ টাকায় করে বিক্রি হচ্ছে। মুলায় ১০ টাকা কমে কেজি প্রতি ৩০ এবং শশায় ১০ টাকা বেড়ে কেজিপ্রতি ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পেঁপে ও ঝিঞা ১৫ ও ৫০ টাকায় স্থিতিশীল। ধন্দল ৪০ টাকায় অপরিবর্তিত ।

গজর ও টমেটোতে দাম স্থিতিশীল । গাজর ১৪০ টাকা, টমেটো ১২০ টাকায় অপরিবর্তিত।

মুরগি বাজারে ব্রয়লার মুরগী ও সোনালী মুরগীতে কেজিপ্রতি ১৮০ ও ২৮০ টাকা স্থিতিশীল এবং লেয়ার মুরগিতে ১০ টাকা বেড়ে ৩১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মুরগি ব্যবসায়ী জহির বলেন গত সপ্তাহ এবং এই সপ্তাহ মুরগির দামে কোনরকম কম বেশি নেই সব দাম একই আছে, তবে লেয়ার মুরগি ১০ টাকা এদিক ওদিক হয়েছে ।

মাছের বাজারে রুই ৩২০, তেলাপিয়া ১৮০, পাঙাশ ১৮০, সিলভার ২০০, কৈই ২২০, জিওল ১০০০, চিংড়ি ১২০০, পাকাল ৭০০।

মাছ ব্যবসায়ি বাপ্পা বলেন, মাছে আমদানি কিছু দিন হলো কম সেজন্য বেজি দামে মাছ কিনতে হচ্ছে সেজন্য মাছ বাজার বেশি। ঠিক মতো আমদানি শুরু হলে মাছের বাজার আবারও কমে যাবে।

ছাগলের মাংস ১১০০ টাকায় এবং গরুর মাংস সর্বদা ৭৫০ টাকায় অপরিবর্তিত।

সবজি বিক্রেতা মনিরুল ইসলাম বলেন, গত সপ্তাহেও যেমন দামে বিক্রি করেছি, এখনো তেমনই চলছে। নতুন করে কোনো পণ্যের দাম বাড়েনি।

সবজি বিক্রেতা হাফিজুর রহমান বলেন, কোন সবজির দাম বাড়েনি আগের মতোই স্বাভাবিক আছে। কাচা মরিচের দাম কমেছে সপ্তাহ খানে আগে ১৪০ টাকায় বিক্রি করা কাচা মরিচে এখন ১২০ টাকা।

অন্যদিকে সবজি ক্রেতা রুবিনা খাতুন জানান, এই সপ্তাহে সবজির দাম বাড়েনি, এটা আমাদের জন্য ভালো। অন্তত সংসারের হিসাবটা ঠিক রাখা যাচ্ছে।

সবজি ক্রেতা রাজু আহমেদ বলেন, সব কিছু দাম এখন হাতের নাগালে। আবার কাঁচা মরিচের দামও নিম্নমুখী। চাহিদা মতো বাজার করতে পারছি।

মেহেরপুর তহ বাজার সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, শাক-সবজি সবকিছুর দাম স্বাভাবিক রয়েছে। শাক সবজির দামে কোন রকম বৃদ্ধি নেই বরং সকল সবজির দাম এখন নিম্নমুখী। বিশেষ করে কাঁচা মরিচ দাম তো আবার ও কমেছে গত সপ্তাহের ১৪০ টাকার কাঁচা মরিচ এখন ১২০ টাকা।

তিনি আরও বলেন, আসলে কাঁচা মালের দাম তো সব সময় আবহাওয়া তারপর

আমদানির ওপর নির্ভর করে। আমদানি ঠিক থাকায় কাচামালের দাম এখন অনেক কম এবং নিম্নমুখী ।

মেহেরপুরে গরু-সবজি ব্যবসায়ীদের ওপর ডাকাতি, বোমা বিস্ফোরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পোড়াপাড়া-যুগিন্দা রোডে গরু ও সবজি ব্যবসায়ীদের ওপর হামলা চালিয়ে ডাকাতি করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় দুটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় তারা। ব্যবসায়ীদের কয়েকজনকে মারধরও করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটে আজ মঙ্গলবার (১ জুলাই) রাত দশটার সময়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাংনী বাজার থেকে ব্যবসা শেষে বাড়ি ফিরছিলেন কয়েকজন গরু ও সবজি ব্যবসায়ী। পথে পোড়াপাড়া-যুগিন্দা সড়কের নির্জন এলাকায় ওৎ পেতে থাকা ডাকাত দল তাদের গতিরোধ করে। প্রথমে দুটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, পরে ব্যবসায়ীদের মারধর ও লুটপাট চালায়।

খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, “ঘটনার তদন্ত চলছে। দোষীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু হয়েছে।”

ঝিনাইদহে এক লেবুর দাম ২০ টাকা

রমাজনের প্রথম দিন থেকেই ঝিনাইদহে দাম বেড়েছে সব ধরনের সবজির। প্রয়োজনীয় সবজি বেশি দামে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন ক্রেতারা। মাঝে

কয়েক দিন দাম কমলেও গত দু-তিন দিনের ব্যবধানে কয়েকটি সবজির দাম কেজিতে ২০ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।

রবিবার (২ মার্চ) সকালে শহরের নতুন হাটখোলা ও ওয়াপদা বাজার ঘুরে দেখা যায়, পটল ও ঢেঁড়স এই দুইটি সবজির দাম শতক ছুঁয়েছে।

এ ছাড়া অন্যান্য সবজি কিনতে ক্রেতাকে গুনতে হচ্ছে ৪০ থেকে ৮০ টাকা। সবজির মধ্যে প্রতি কেজি আলু ২৫ থেকে ৩০ টাকা, পাকা টমেটো ৩০ থেকে ৪০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। করলা ১০০ থেকে ১২০ টাকা, ঢেঁড়স ১২০ থেকে ১৪০ টাকা, বিভিন্ন জাতের বেগুন ৫০ থেকে ৮০ টাকা, পটল ১০০-১২০ টাকা, বরবটি ১০০ টাকা পেঁপে ৪০ টাকা ও শসা ৫০ থেকে ৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বিক্রেতারা বলছেন, গত কয়েকদিনের ব্যবধানে প্রতি হালি লেবু ৩৫ টাকা থেকে দাম উঠেছে ৮০ টাকা পর্যন্ত, শসা ৪০ টাকা কেজি থেকে দাম বেড়ে হয়েছে ৭০ থেকে ৮০ টাকা। ইফতারে ব্যবহার হয় এমন অনেক পণ্যের দাম বেড়েছে গত দুদিনে।
খুচরা বাজার ঘুরে দেখা গেছে, ব্যবসায়ীরা বড় আকারের এক হালি লেবুর দর হাঁকছেন ৮০ থেকে ৯০ টাকা। অর্থাৎ প্রতি পিস লেবু ২০ টাকা। আকারে ছোট লেবুর পিস কেনা যাচ্ছে ১২ থেকে ১৫ টাকায়।

আব্দুল খালেক নামের এক ক্রেতা বলেন, বাজারে সব কিছুর দাম অনেক বেশি। ৭০-৮০ টাকার নিচে কোনো সবজি নেই। পাশাপাশি মাছ-মাংসের দামও অনেক। তাই, সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

তোফাজ্জেল হোসেন নামের এক ক্রেতা বলেন, ‘অন্য দেশে দেখি রমজানে পণ্যের দাম কমে যায়, কিন্তু আমাদের দেশে এর উল্টো ঘটে। রমজানে যে হারে জিনিসের দাম বাড়ছে যা সীমার বাইরে। এখন ১ হাজার টাকা নিয়ে বাজারে আসলে কিছু কেনায় হয় না।’
এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের বলেন, ‘রমজানে যেন বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ স্বাভাবিক থাকে সেজন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। পণ্যের দাম তো অনেক কারণে বাড়ে। তবু আমাদের তদারকি চলছে যেন কেউ অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে না পারে।’

পাতা কপির কেজি ১টাকা, সাত কেজি আলু মিলছে একশ টাকায়

মেহেরপুরে ১ টাকা কেজি কপি, ১ শত টাকায় মিলছে সাত কেজি আলু এতে ক্রেতারা খুশি হলেও উৎপাদন খরচ উঠছেনা ফলে দুশ্চিন্তা চাষিদের। সবজির এমন দরপতনে আগামীতে সবজি আবাদে আগ্রহ হারাবেন চাষিরা। তবে চাল ডাল, তেল, মসলার দাম উর্ধমুখী। এখানে সস্তি নেই স্বল্প আয়ের মানুষের।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মেহেরপুরে পাইকারি বাজারে শীতকালীন সব ধরনের সবজি ও পেঁয়াজের দরে ধস নেমেছে। পূর্বের সব রেকর্ড ভেঙে পাইকারিতে প্রতি কেজি বাঁধাকপি ও ফুলকপি ১ টাকা কেজি এবং ১০০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে ১০ কেজি আলু। গত শনিবার গাংনী কাঁচা বাজারে পাইকারি প্রতি কেজি আলু ৮ থেকে ১০ টাকা, পেঁয়াজ ২৫ থেকে ২৬ টাকা, টমেটো ৮ থেকে ১০ টাকা, শসা ১৫ থেকে ১৬ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

পূর্বমালসাদ গ্রামের চাষি আতিয়ার রহমান জানান, তিনি এবার এক বিঘা জমিতে মুড়িকাটা পেঁয়াজ আবাদ করেন যার খরচ হয় প্রায় ৮০ হাজার টাকা। পেঁয়াজ বিক্রি করে যে টাকা হয়েছে তাতে লোকসান হয়েছে প্রায় ৩০ হাজার টাকা।

একই গ্রামের আলুচাষি কুদ্দুস আলী জানান, এক বিঘা জমিতে আলু চাষ করে চরম বিপাকে রয়েছেন। আলুর যা দাম তাতে খেত থেকে তুলে আনার শ্রমিক খরচই উঠছে না।

সাহারবাটি গ্রামের সবিজচাষি হাসিবুল ইসলাম বলেন, গেল কয়েকদিন গবাদি পশুতে খেয়েছে বাঁধাকপি ও ফুলকপি। পরবর্তী আবাদ করার জন্য চাষীরা খেত পরিষ্কার করার চেষ্টা করছেন। তাই অনেকেই খেত থেকে বিনামূলে কপি তুলে হাটে বিক্রি করছেন। এ দিকে চাহিদার চেয়ে উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় দর পতন বলে জানান ব্যবসায়ীরা।

তবে সারাদেশে আবাদ বৃদ্ধি পাওয়ায় মেহেরপুর জেলার সবজি খুব বেশি পরিমাণ অন্য জেলায় যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন গাংনী কাঁচাবাজারের পাইকারি সবজি আড়তদার নাজমুল ইসলাম। সবজি বিক্রি করে চাউল, ডাউল মসলা ও তেল কিনতে নাভিশ্বাস উঠছে চাষিসহ সাধারন মানুষের।

তিনি বলেন, মেহেরপুর তহহাট ও গাংনী কাঁচা বাজার থেকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সবজি সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন জেলায় প্রচুর পরিমাণে সবজি আবাদ হওয়ায় চাহিদা কমে গেছে। বাজারে বিপুল পরিমাণ সবজি আসলেও পানির দরে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন চাষিরা। এতে ক্রেতারা খুশি হলেও পথে বসছেন চাষিরা।

মেহেরপুরে সবজি মাছ মাংসসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম উর্দ্ধমুখী

মেহেরপুরের বাজারে মাছ, মাংস, সবজিসহ নিত্যপণ্যের দাম প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। সপ্তাহন্তে বেড়েছে আদা, রসুন ও পেঁয়াজের দামও। কাঁচা মরিচের দাম কিছুটা স্থিতিশীল থাকলেও কয়েক সপ্তাহ ধরে ঊর্ধ্বমুখী আদা, আলু ও চিনির দাম।

গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে মেহেরপুরের বাজারে অধিকাংশ সবজির দাম কেজিতে ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে প্রয়োজনের তুলনায় কম বাজার কিনে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে সাধারণ ক্রেতাদের। এখন খুচরা ব্যবসায়ীরাও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বাজার দাম বাড়িয়ে চললেও নেই প্রশাসনিক কোনো ব্যবস্থা।

গতকাল শুক্রবার মেহেরপুরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, কাঁচাবাজারগুলোতে পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, আদা, রসুন, আলু ও শাক—সবজির পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকলেও দাম কমেনি। গত কয়েক সপ্তাহের ধরেই এসব নিত্যপণ্যের দাম চড়া।

আলু, টমেটো এবং কাঁচা মরিচের দাম থেমে থেমে বাড়ছে। এ তিন সবজি কিনতে ক্রেতাকে বাজারভেদে কেজিপ্রতি গুনতে হচ্ছে টাকা। বাজারে আলুর কেজি ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। পেঁয়াজ প্রকারভেদে বিক্রি হচ্ছে ৫৭০—৯০ টাকা কেজিতে।

প্রতি কেজি করলা এখন কেজি ১০০ টাকা, বেগুন ৬০ টাকা কেজি,, ঢেঁড়স

কেজিতে ৪০ টাকা, পটল ৪০ টাকা, বরবটি ৬০ টাকা কেজি ও পেঁপে কেজি ৩৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

এছাড়া চিচিঙ্গা কেজিতে ৪০ টাকা, কাঁকরোল ৪০ টাকা এবং কচুমুখি কেজিতে ৭০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

গত দুই মাস ধরে ৪০০ টাকার উপরে আদার কেজি। চলতি সপ্তাহে নতুন করে রসুনের দাম কেজিতে প্রায় ৪০ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ২৬০ থেকে ২৭০ টাকা কেজি দরে।
এদিকে প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ১৭০ থেকে ১৮০ টাকায়। সোনালি মুরগির দাম রাখা হচ্ছে প্রতি কেজি ২৮০ থেকে ৩০০ টাকা। দেশি মুরগি বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৫৫০ থেকে ৫৬০ টাকায়।

মাছের বাজারে গিয়ে দেখা গেছে, ১ কেজি বা ৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ মাছ প্রতি কেজি ১২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ছোট সাইজের জাটকা ইলিশ বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা কেজি দরে। মাঝারি ইলিশ মাছ বিক্রি হচ্ছে ৭ শ থেকে ৮ শ টাকা কেজি দরে।

দুই থেকে আড়াই কেজি ওজনের রুই মাছের দাম প্রতি কেজি ৩০০-৩৫০ টাকা। রুই মাছ ছোট সাইজের বিক্রি হচ্ছে ১৮০ থেকে ১৯০ টাকা, বড় সাইজের রুই মাছ বিক্রি হচ্ছে ৩০০ শ থেকে সাড়ে ৩ শ টাকা কেজি দরে। পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, সিলভারকার্প বিক্রি হচ্ছে ১৮০ থেকে ২৫০ টাকা কেজি দরে।

বাজারভেদে গরুর মাংস কেজিতে বিক্রি হচ্ছে ৭ থেকে ৭৫০ টাকা। খাসির মাংস বিক্রি হচ্ছে ৯৫০ টাকা কেজি দরে।
সপ্তাহিক ছুটির দিনে বাজার করতে আসা এক ক্রেতা বলেন, বেশিরভাগ পণ্যই অতিরিক্ত দামে কিনতে হচ্ছে। নিত্যপণ্যের দাম শুনে হতাশ হতে হচ্ছে ক্রেতাদের।

এদিকে খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন, পাইকারি বাজারে সবজির সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম বাড়ছে। চাহিদা অনুযায়ী সবজি পাচ্ছেন না তারা।

মেহেরপুরে সবজি কেজিতে পাইকারি থেকে খুচরার ব্যবধান ২৫ টাকা

সবজি ভান্ডারখ্যাত মেহেরপুরের বাজারে সবজির দামে এখন আগুন। মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন হাটবাজারে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সবজি ক্রয় করে খাওয়া এখন দুস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে সবজির খুচরা বাজারে আগুন থাকলেও উৎপাদিত সবজির দাম পাচ্ছে না কৃষকরা। পাইকারি থেকে খুচরা বাজারে সবজির দামের পার্থক্য কেজিতে ২৫ থেকে ৩০ টাকা।

মেহেরপুর জেলার সবজি জেলার চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় যায়। আবহাওয়া এবং মাটির গুণাগুণের কারণে প্রায় সব ধরনের সবজি এই এলাকায় আবাদ হয়। কিন্তু উৎপাদিত সবজির সঠিক দাম না পেয়ে হতাশ এখানকার কৃষকরা। তবে পাইকারি বাজার থেকে মাত্র ৪/৫ কিলোমিটার দূরের মেহেরপুরের খুচরা বাজারে সবজির দামের পার্থক্য দেখা যায় কেজিতে ২৫ থেকে ৩০ টাকা করে। উৎপাদন করে ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না কৃষকরা।

গতকাল শুক্রবার গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারে সবজি বিক্রয় দামের আগুন লেগেছে, টমেটো প্রতি কেজি ১২০ টাকা, বেগুন প্রতি কেজি ৮০ টাকা, পালং শাক প্রতি কেজি ৮০টাকা, মুলা প্রতি কেজি ৫০ টাকা, গোল আলু প্রতি কেজি ৪৫ টাকা, কাঁচা কলা প্রতি কেজি ৫০ টাকা, লাল শাক ৩ আটি ২০ টাকা. পুই শাক প্রতি কেজি ২০ টাকা, করল্লা প্রতি কেজি ৮০ টাকা, মাটির তলের আলু প্রতি কেজি ১২০ টাকা, বরবটি ৬০ টাকা, পেপে প্রতি কেজি ৪০ টাকা, শিম প্রতি কেজি ১৫০ টাকা, কাঁচা মরিচ প্রতি কেজি ১৬০ টাকা, পেয়াজ প্রতি কেজি ৯০ টাকা, রসুন প্রতি কেজি ২৮০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া প্রতি কেজি ৪০ টাকা, কুমড়ার জালি ১ পিচ ৩০ টাকা, ঢেঁড়স প্রতি কেজি ৪০ টাকা, উস্তি প্রতি কেজি ৮০ টাকা, পটল প্রতি কেজি ৪০ টাকা, আদা প্রতি কেজি ৪০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। শুধু সবজি বাজার নয়, মাছের বাজারেও দাম চড়া। এখন ইলিশের ভরা মৌসুম চলছে। তারপরেও ইলিশ কিনে খাওয়ার সামর্থ নিম্ন আয়ের মানুষদের দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। জাটকা ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৪ শ থেকে ৫ শ টাকা কেজি দরে। এছাড়া আধা কেজি ওজনের ইলিশ মাছ ৭ শ থেকে ৮ শ ও ১ কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার থেকে ১২ শ

টাকা কেজি দরে। বড় সাইজের রুই মাছ বিক্রি হচ্ছে ৩ শ থেকে সাড়ে তিনশ টাকা কেজি দরে। ছোট পোনা বিক্রি হচ্ছে ২শ টাকা কেজি দরে। ছোট সাইজের পাঙ্গাস এবং সিলভার মাছ বিক্রি ১৭০ থেকে ১৮০ টাকা কেজি দরে। বড় সাইজের সিলভার বিক্রি হচ্ছে ২৫০ থেকে ২৭০ টাকা কেজি দরে। অন্যান্য মাছের দামও আকাশ চুম্বি দাম।

গাংনী উপজেলা শহরের আরজ আলী বলেন, বাংলাদেশের ৬০, ভাগ সবজি মেহেরপুর জেলায় উৎপাদন হয় সেইখানে সবজির যদি এত দাম হয় তাহলে সাধারণ মানুষ কিভাবে জীবন যাপন করবে?

ছাতিয়ান গ্রামের মামলত হোসেন বলেন, আমাদের জেলাতে প্রচুর পরিমাণ সবজি উৎপাদন হয়ে থাকে। সেই জেলার মানুষ যদি এতো দাম দিয়ে সবজি কিনে খেতে হয়, তাহলে কিভাবে হবে। তিনি আরও বলেন, ৩শ টাকা নিয়ে সবজি বাজার করতে এসেছি। কয়েকটি সবজি কিনে টাকা ফুরিয়ে গেছে। এখন কিভাবে বাজার করবো।

বাওট গ্রামের দিন মজুর রফিকুল ইসলাম বলেন, মুনিস খেটে ৫শ টাকা পেয়েছি। এই টাকা দিয়ে বাজার করবো কিভাবে। সবজি বাজারে গেলেই টাকা ফুরিয়ে যাবে। অন্যান্য বাজার করবো কিভাবে।

এদিকে সবজি ব্যবসায়ী জিয়ারুল ইসলাম বলেন, আমাদের কিছুই করার নেই। আমরা আড়তে যেভাবে কিনছি সেভাবেই বিক্রি করছি। আমাদেরও তো লাভ থাকতে হবে। এখন আড়তে দাম বেশি। তাই আমরাও বেশি দামে সবজি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছি। আরেক ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান বলেন, আড়তদারদের ধরলেই ভাল হবে। কারন, দাম ওখান থেকেই বেশি হচ্ছে।

সাহারবাটি গ্রামের সবজি চাষী ইয়ানুর রহমান ও মহিবুল ইসলাম বলেন, আমরা সবজি আড়তে নিয়ে গেলেই দাম পাচ্ছিনে। অথচ, একই সবজি হাটে গিয়ে দাম ৪/৫ গুন বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজার মনিটারিং না থাকার কারনে এভাবে উচ্চমুল্যে সবজি বিক্রি হচ্ছে বলে জানান তারা।

সবজির বাজারে এই উচ্চ মুল্য নিয়ন্ত্রণ করতে স্থানীয় প্রশাসনের বাজার মনিটরিং করা খুব জরুরি বলে মনে করেন ক্রেতারা।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু বলেন, অতিদ্রুতই বাজার মনিটারিং করা হবে। বাজার মনিটারিং এর সময় অসলগ্ন কিছু পেলে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

[redacted]

‘[redacted] [redacted] [redacted] [

জমিতে তামাক চাষ হয়ে থাকে। তবে, তামাক আবাদের ব্যাপারে কৃষি বিভাগের কাছে এই চাষের কোনো তথ্য থাকেনা। তাদের পক্ষ থেকে তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করার কথা থাকলেও তারা সেটা করেনা।
গতকাল মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) সরেজমিনে জেলা সদরের গ্রামে এলাকায় দেখা যায় জমির উপরে নেট ও চারপাশে নেট দিয়ে ঘীরে তামাক ক্ষেতের বীজতলা তৈরী করছেন।

বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানীর প্রতিনিধি মাহাত্বা উদ্দীন কৃষকদের বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিচ্ছেন।

তামাকের বেড তৈরীর আগে কিভাবে সেচ প্রদান করতে হয় সেটা শিক্ষা দিচ্ছেন। এলাকার কৃষকরা ব্যস্ত সময় পার করছেন তামাকের বীজতলা তৈরীতে। তাদের তামাক বীজ তলা তৈরীর নীবিড় পরিচর্যা দেখে মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে তামাক আবাদের উৎসব শুরু হয়েছে।
তামাক কোম্পানীর সুপারভাইজার ও কর্মকর্তারা প্রতিনিয়ত তামাক চাষীদের খোঁজ খবর রেখে সহযোগীতা করে আসছেন বলে জানালেন চাষীরা।

জেলা সদরের উজুলপুর, মনোহরপুর, গাংনী উপজেলার সহগলপুর, গাড়াবাড়ীয়া, কাথুলী, ধলা, সাহারবাটি, নওপাড়া, ভাটপাড়াসব এলাকার ফসলি মাঠে যেমন সবজী আবাদ হয় তেমনি সবজীর চেয়ে এখন তামাক চাষ বেশী হচ্ছে বলে জানালেন কালিগাংনীর কৃষক ছুরমান আলী।

এলাকাবাসির অভিযোগ, তামাক কোম্পানিগুলোর প্রলোভনে পড়ে চলতি মৌসুমে বোরো, গম, ভুট্টা সহ অন্যান্য রবিশষ্য আবাদ কমিয়ে দিয়ে তামাক চাষের প্রতি ঝুঁকেছেন চাষিরা।

তামাক কোম্পানিগুলোর আর্থিক সহযোগিতায় জেলাতে তামাক চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে সচেতন মহল জানায়। বিনা মূল্যে বীজ, বিনা সুদে ঋণ সার ও নগদ অর্থসহ তামাক ক্রয়ের নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে কৃষকদের।

গাংনীর সাহারবাটিতে কৃষকের চার

[redacted]

[redacted]

উৎপাদনে কৃষকরা নিরুৎসাহিত হবে। ফলে এলকায় সবজি ঘাটতি দেখা দেবে।

সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান জানান, আমি মহন আলির আবাদ কেটে দেয়ার বিষয়টি শুনে জমিতে গিয়েছিলাম।

প্রতিটি ডগাই লাউ ও কুমড়া হয়েছে। এমন ঘটনা ঘটতে থাকলে এবং কৃষক যদি বিচার না পাই তবে অন্যান্য কৃষকরা ফসল নিয়ে আতংকে থাকবে এব্য ফসল উৎপাদনে নিরুৎসাহি হবে।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুন জানান, এটি শুধুমাত্র কৃষক মহন আলীর একক ক্ষতি নয়। এটি দেশের ক্ষতি। কারন এই ফসল কুষক মহন আলী একা সুবিধা ভোগ করতো না। এহেন কর্মকান্ডের নিন্দা ও দোষীদের আইনের আওতায় আনারও দাবী করনে তিনি।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, এবষিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক থানায় অভিযোগ করলে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষককে আইনী সহায়তা প্রদান করা হবে। এবং তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সবজি সহ নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ জরুরি

সারাদেশে সবজির চাহিদা যোগান দেওয়ার অন্যতম উৎস স্থল দেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের জেলা মেহেরপুর। মেহেরপুরের চাহিদা মেটানোর পর প্রতিদিনই প্রায় ২০ থেকে ২৫ ট্রাক সবজি রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হয়। অথচ সেই মেহেরপুরেও সবজির দাম অসহনীয় ভাবে বেড়েই চলেছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নিত্যপণ্যের দামও।

বাড়ছে ক্রেতাদের নাভিশ্বাস। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষের। এমন কোন সবজি নেই যার কেজি ৫০ টাকার কম। উৎপাদনস্থলে এমন অবস্থা তখন সারাদেশে কি অবস্থা চলছে বিভিন্ন পত্রিকা ও টেলিভিশন দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। সরকারও সবজিসহ বিভিন্ন নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে দেশের বাজারের পণ্যমূল্যর দাম উঠা-নামা করার সম্পর্ক রয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ার সাথে সাথে দেশের বাজারেও দ্রুত দাম বেড়ে যায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমলে দেশের বাজারে সেই দাম সহজে আর কমে না। তখন ব্যবসায়ীরা বলেন, বেশি দামে আমদানি করা পণ্যর যোগান থাকায় দাম কমানো সম্ভব হয়না। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় বের করতে হবে। কঠোরভাবে এসকল সিণ্ডিকেট ভাঙতে হবে। জরুরিভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণের উপরই সরকারকে জোর দিতে হবে।

মেহেরপুর তহ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোঃ আবু হানিফ বলেছেন, বর্ষার কারণে এবার অনেক ফসল নামলা (পরে) হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে ফসল নষ্ট হওয়ার কারণে বাইরের চাপ মেহেরপুরের থেকে অনেক বেশি। বর্তমানে বাজারে বাইরের ক্রেতাদের সংখ্যাও অনেক বেশি। বর্তমানে ক্রেতারা সরাসরি মাঠ থেকেও মাল কিনে ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাচ্ছে।
সবজি উৎপাদন নিয়ে কৃষিবিদ স্বপন কুমার খাঁ বলেছেন, কৃষি বিভাগের কাজ হচ্ছে কৃষকের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

উৎপাদনে আমরা সফল হয়েছি। আমার চাষি তার উৎপাদিত ফসলের মূল্য পাচ্ছে। সবজির যে উচ্চমূল্য তা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সবজি নষ্ট হয়ে গেছে। সে কারণে আমাদের এলাকার সবজির টান পড়েছে। বর্তমানে আমাদের এখানে বাইরের ক্রেতাদের আগমন অনেক বেশি। তারা এখানকার বাজার থেকে আবার সরাসরি মাঠ থেকে সবজি দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন। শুধূমাত্র মেহেরপুর জেলায় এবছর সাড়ে ৪ হাজার হেক্টর জমিতে সবজি চাষ হয়েছে এবং ফলনও খুব ভালো হয়েছে। তবে বাজার ব্যবস্থাপনার সুষ্ট বন্টন করতে পারলে সবজিসহ সকল পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে।